প্রথম আলো
রোববার, ৩০ সেপ্টেম্বর ২০১২

'অনলাইন নীতিমালা মত প্রকাশের অধিকার নিয়ন্ত্রণ করবে'

নিজস্ব প্রতিবেদক

সরকারের প্রস্তাবিত অনলাইন নীতিমালা বাস্তবায়িত হলে জনগণের মত প্রকাশের অধিকারকে নিয়ন্ত্রণ বা কোণঠাসা করা হবে। গতকাল শনিবার ভয়েস আয়োজিত 'ইন্টারনেটে মত প্রকাশের স্বাধীনতা' শীর্ষক মতবিনিময় সভায় গণমাধ্যম বিশেষজ্ঞরা এসব কথা বলেছেন।

জাতীয় প্রেসক্লাবে অনুষ্ঠিত মতবিনিময় সভায় বিডিনিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকমের নির্বাহী সম্পাদক আফসান চৌধুরী বলেন, সরকারের প্রস্তাবিত অনলাইন নীতিমালা সুশাসন ও গণতন্ত্রের আন্দোলনকে কয়েক ধাপ পিছিয়ে দেবে। অন্যান্য দেশ যেখানে প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে মত প্রকাশের অধিকারকে নিশ্চিত করছে, সেখানে বাংলাদেশ পিছিয়ে থাকতে পারে না।

বৈশাখী টেলিভিশনের প্রধান নির্বাহী মনজুরুল আহসান বুলবুল বলেন, সংবিধান রাষ্ট্রের প্রত্যেক নাগরিককে মত প্রকাশের স্বাধীনতা দিয়েছে। সংবাদপত্রের স্বাধীনতার কথাও সংবিধানে বলা আছে। কিন্তু সরকারের প্রস্তাবিত অনলাইন নীতিমালা সংবিধানের চেতনার সঙ্গে সাংঘর্ষিক। নিয়ন্ত্রণমূলক এই নীতিমালা ইন্টারনেটে মানুষের মত প্রকাশকে বাধাগ্রস্ত করবে।

আইটি বিশেষজ্ঞ মোস্তাফা জব্বার বলেন, প্রযুক্তিগত উন্নয়নের কথা চিন্তা করেই মত প্রকাশের সুযোগ উন্মুক্ত রাখা উচিত।

সাপ্তাহিক-এর সম্পাদক গোলাম মোর্তোজা বলেন, বাক্‌স্বাধীনতা রোখার জন্য নীতিমালা করা হয়, তা হলে অনলাইননির্ভর সংবাদমাধ্যমগুলো বৈষম্যের শিকার হবে।

ভয়েসের নির্বাহী পরিচালক আহমেদ স্বপন মাহমুদের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য দেন আইএসপি অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি আখতারুজ্জামান, আর্টিক্যাল ১৯-এর দক্ষিণ এশিয়ার প্রতিনিধি তাহমিনা রহমান, সাংবাদিক সেলিম সামাদ প্রমুখ।

সেমিনারে তথ্যমন্ত্রী

মতামতের ভিত্তিতেই অনলাইন নীতিমালা চূড়ান্ত হবে

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক

তথ্যমন্ত্রী হাসানুল হক ইনু বলেছেন, খসড়া নীতিমালা খসড়াই। খসড়ার কোনো দাম নেই। আলোচনা ছাড়া কোনো নীতিমালা চূড়ান্ত করা হবে না। সবার মতামতের আলোকেই অনলাইন নীতিমালা চূড়ান্ত করা হবে।

গতকাল শনিবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আর সি মজুমদার মিলনায়তনে 'অনলাইন গণমাধ্যম পরিচালনা (খসড়া) নীতিমালা-২০১২ : পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন' শীর্ষক সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ সেমিনারটির আয়োজন করে। সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের প্রভাষক মোহাম্মদ সাইফুল আলম চৌধুরী ও সাইফুল হক।

হাসানুল হক ইনু বলেন, আইন আর নীতিমালা এক জিনিস নয়। গণতন্ত্রের আয়না হচ্ছে গণমাধ্যম। যারা গণমাধ্যমের স্বাধীনতায় বিশ্বাস করে, তারা এই আয়নায় সব ঠিক করে নেয়। মহাজোট সরকার আলোচনা ছাড়া কোনো নীতিমালা করবে না। তিনি বলেন, নীতিমালার জন্য স্টেক হোল্ডারদের নিয়ে কমিটি গঠন করা হয়েছে।

মন্ত্রী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগকে অনলাইনের একটি খসড়া নীতিমালা প্রদানের জন্য আমন্ত্রণ জানান। এ খসড়া নীতিমালাকে অনলাইন নীতিমালা প্রণয়নে গুরুত্ব দেওয়া হবে বলে উল্লেখ করেন তিনি।

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক বলেন, 'অনলাইনকে নিয়ন্ত্রণ করা সরকারের উচিত হবে না। আমরা একটি সমন্বিত অনলাইন নীতিমালা চাই, যা অনলাইন গণমাধ্যমকে নিয়ন্ত্রণ করবে না। কিন্তু বস্তুনিষ্ঠ তথ্য পরিবেশন নিশ্চিত করবে।'

গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক কাবেরী গায়েন বলেন, খসড়া নীতিমালায় যেসব শর্ত জুড়ে দেওয়া হয়েছে, তা কোনোভাবেই অনলাইনবান্ধব নয়। প্রয়োজন একটি সমন্বিত ও সহায়ক নীতিমালার।

সেমিনারের শুরুতে সদ্য প্রয়াত প্রখ্যাত সাংবাদিক আতাউস সামাদের স্মরণে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের চেয়ারপারসন আকতার সুলতানা অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন।